গজযূথ যথা—হাতির দলের মধ্যে একটি থাকে দলপতি। সে দলের আগে আগে চলে। **ঘন ঘনাকারে ধূলা উড়িল আকাশে**— সেনাপতি বীরবাহুকে অগ্রভাগে রেখে রাক্ষসসৈন্য যখন শত্রুপক্ষের দিকে ধেয়ে গেল, তখন অনেক রাক্ষসসৈন্যর দ্রুতগামী ভারী পায়ের চাপে ঘন মেঘের আকারে ধূলি উড়ে যেন আকাশ ঢেকে দিল। **বিদ্যুৎ ঝলা-সম**—আকাশের বুকে বিদ্যুতের চমক যেমন দিক্-দিগন্ত ঝলসে দেয়। **কলম্বকুল**—তীরসমূহ। **অম্বর প্রদেশে**—আকাশের বুকে। **উড়িল কলম্বকুল অম্বর-প্রদেশে**—বিশাল রাক্ষস-বাহিনীর দ্বারা নিক্ষিপ্ত তীর শূন্যে বিদ্যুৎ-দীপ্তির মত ঝলসে দিয়ে শত্রুপক্ষের দিকে ছুটে চলল। **শন্‌শনে**—শন্‌শন্ শব্দ করে। **কত যে মরিল অরি কে পারে বর্ণিতে**—বীরশ্রেষ্ঠ বীরবাহুর নেতৃত্বে বিরাট রাক্ষসসৈন্যদলের নিক্ষিপ্ত তীব্র শরে শত্রুপক্ষের কত যে সৈন্য মারা গেল, তা গুণে শেষ করা যাবে না।

যুঝিলা—যুদ্ধ করল। **যুঝিলা স্বদলে পুত্র তব**—আপনার পুত্র বীরবাহু তাঁর সৈন্যদের নিয়ে বিপক্ষ দলের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ করতে লাগল। **প্রবেশিলা**—প্রবেশ করল। **নরেন্দ্র-রাঘব**—রাজা রামচন্দ্র। **কণকমুকুট শিরে**—মস্তকে স্বর্ণমুকুট পরিহিত। রামচন্দ্র রাজ্যচ্যুত বনবাসী। তিনি রাজা নন। তাঁর পক্ষে স্বর্ণমুকুট পরিধান করাও এ মুহূর্তে সম্ভব নয়। আসলে, বীরশ্রেষ্ঠ বীরবাহুর যোগ্য প্রতিপক্ষ হিসাবে আঁকতে গিয়ে কবিকল্পনা রামের শিরে স্বর্ণমুকুট ও রাজার মহিমা আরোপ করেছে। **ভীম ধনু**—বিরাট ধনুক। **বাসবের চাপ**—ইন্দ্রের ধনু। **বিলাপী**—বিলাপকারী। **নীরবে কাঁদিলা ভগ্নদূত**—ভগ্নদূত নিজেও বীরবাহুর পক্ষের সৈন্যদলের একজন ছিল। বীরবাহুর নেতৃত্বে রাক্ষসসৈন্যগণ প্রবল পরাক্রমের সঙ্গে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তারা অগণিত শত্রুকে হতাহত করেছে। শেষ পর্যন্ত একজন বাদে বীরবাহুসহ সব রাক্ষসসৈন্য সেই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। সেই নিদারুণ বিপর্যয়ের কথা স্মরণ করে ভগ্নদূত নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগল। **সভাজন কাঁদিলা নীরবে**—বীরশ্রেষ্ঠ বীরবাহুসহ রক্ষসৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত ও নিহত। ভগ্নদূত রাজা রাবণকে সেই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ দিতে এসেছে। রাবণ পিতা ও রাজা। বীরবাহু রাক্ষসসেনাপতি এবং তাঁর পুত্রও বটে। তাই এই দুঃসংবাদ রাজ্যের পক্ষে এবং ব্যক্তিগতভাবে পিতা রাবণের পক্ষে অতি শোকাবহ। রাজার পাত্র-মিত্র-অমাত্যও রাজার সুঃখ-দুঃখের অংশভাগী। তাই এই বেদনার অভিঘাত তাদের হৃদয়কেও বিদ্ধ করেছে। ভগ্নদূত সেই যুদ্ধ বর্ণনাকালে বীরবাহু ও রাক্ষসসৈন্যদের বীরত্বের কথা বর্ণনা করতে করতে মর্মান্তিক পরিণতির কথা স্মরণ করে নীরবে কাঁদতে লাগল। সভাজনদের হৃদয়েও শোক উথলে উঠল। তারাও নীরবে কাঁদতে লাগল। **অশ্রুময় আঁখি**—সজল নয়নে। **মন্দোদরী-মনোহর**—মন্দোদরীর মন হরণ করেন যিনি অর্থাৎ রাবণ। **সন্দেশবহ**—বার্তাবহ। **দশাননাত্মজ পূরে**—রাবণের পুত্র বীরশ্রেষ্ঠ বীরবাহুকে। **দশরথাত্মজ**—দশরথের পুত্র রামচন্দ্র। **নাশিলা**—নাশ করল, বধ করল। **মহীপতি**— পৃথিবীর অধীশ্বর। এখানে স্বর্ণলঙ্কার অধিপতি রাবণ। **কেমনে হে রক্ষঃকুলনিধি, কহিব সে কথা আমি, শুনিবে তা তুমি**—রাবণকে সম্বোধন করে ভগ্নদূতের বাক্য। রাবণ বীরবাহুর বীরত্বের কথা ভগ্নদূতের মুখে শুনতে চান। বীরবাহু প্রবল বীরত্বের পরিচয় দিয়ে শত্রুপক্ষের অনেক ক্ষয়ক্ষতি করলেও তাকে রামচন্দ্রের হাতে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে এই পরিণতি তো অতি মর্মান্তিক ও শোকাবহ। ভগ্নদূত এই দুঃখজনক ঘটনার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। এই শোকাবহ ঘটনার বর্ণনা দান তার পক্ষেও কষ্টকর।

Scanned with CamScanner

তেমনি পিতা হয়ে রাবণের পক্ষে পুত্রের নিধনের বিবরণ তাঁকে আরো শোকসন্তপ্ত করে তুলবে। তাই ভগ্নদূতের এই দ্বিধা। **হর্যক্ষ**—হরি (হরিৎ বর্ণ) অক্ষি যার অর্থাৎ সিংহ। **আক্রমিলা**—আক্রমণ করল। **বৃষস্কন্ধ**—বৃষের মত সুবিশাল কাঁধ যার। **অগ্নিময় চক্ষু**—আগুন বেরুচ্ছে এমন চোখ, ক্রোধে।

কুমারে! চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ
নির্ঘোষে! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্মাবলীর মাঝারে
অযুত! নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে!—
আর কি কহিব, দেব? পূর্বজন্মদোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি! হায় রে বিধাতঃ,
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে?
কেন না শুইনু আমি শরশেয্যোপরি,
হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহুসহ
রণভূমে? কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
রিপু-প্রহরণে; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।"
এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে-বিষাদে
কহিলা,—"সাবাসি, দূত! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর হিয়া নাহি তাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কাল-ফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী! চল, সবে—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্ জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু; চল, দেখি জুড়াই নয়নে।"
উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন।

কুমারে—রাজপুত্র বীরবাহুকে। **চৌদিকে এবে সমর তরঙ্গ উথিল**—দুই পক্ষের তুমুলযুদ্ধে চারদিক মেতে উঠল। দ্বন্দ্বি—যুদ্ধ করে। সিন্ধু **যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ নির্ঘোষে**—প্রবল বেগে প্রবাহিত বায়ুর সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় সমুদ্র যেমন প্রবল গর্জনে তরঙ্গসঙ্কুল হয়ে ওঠে। **ভাতিল**—উদ্ভাসিত বা দীপ্ত হয়ে উঠল, ঝলসে উঠল। **অসি**—তরবারি। **ভাসিল অসি অগ্নিসম**—বীরযোদ্ধার হাতে উদ্যত শাণিত তরবারি আগুনের মত ঝলসে উঠল। **ধূমপুঞ্জসম**—ধোঁয়ার রাশির মত। **চর্মাবলী**—চামড়ার খাপ। **অযুত**—অজস্র। **নাদিল**—নিনাদিত হল, বাজল। **কম্বু**—শঙ্খ। **অম্বুরাশি রবে**—সমুদ্রতরঙ্গের গর্জনের ন্যায়। **পূর্বজন্মদোষে একাকী বাঁচিনু**

Scanned with CamScanner

আমি—বীরশ্রেষ্ঠ বীরবাহু পরিচালিত রাক্ষসসৈন্যদলের একজন ছিল ভগ্নদূত। শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে তারা প্রবল বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। একমাত্র ভগ্নদূত বেঁচে আছে। এবং সে-ই লঙ্কায় রাজার কাছে ছুটে এসেছে সেই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ জানাতে। ভগ্নদূত রূপে সে তার কর্তব্য করেছে। কিন্তু যুদ্ধে সে মরেনি বলে সে দুঃখ পাচ্ছে। কারণ যে-কোন যোদ্ধার পক্ষে পরাজয় অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়। দেশ রক্ষার জন্য প্রাণদান যে-কোন বীরেরই কাম্য। ভগ্নদূত যে বীরের সদ্‌গতি পেলনা, সে যে বেঁচে আছে, এটা তার পূর্বজন্মের পাপের ফল বলে সে মনে করে। **রিপু প্রহরণে**—শত্রুর আঘাতে। **পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা**—ভগ্নদূত জানায় যে, সে ভীরু বা কাপুরুষ নয়। যুদ্ধে সে-ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। সে যেমন শত্রুপক্ষের ক্ষয়ক্ষতি করেছে, তেমনি শত্রুপক্ষের অস্ত্রাঘাতে তার দেহও ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। কিন্তু তার পিঠে অস্ত্রের ক্ষতচিহ্ন নেই। এর অর্থ—সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেনি। পলায়নপর যোদ্ধার পিঠেই শত্রুপক্ষের যোদ্ধাঅস্ত্রের আঘাত পাবে। **মনস্তাপে**—অনুশোচনায়। **লঙ্কাধিপতি হরষে বিষাদে কহিলা**—ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহু ও রক্ষসৈণ্যদের প্রচণ্ড বীরত্বের কথা শুনে রাবণ যুগপৎ বিষণ্ণ ও আনন্দিত হলেন। তাদের বীরত্বের কথা শুনে আনন্দ এবং তাদের পরাজয় ও নিধনবার্তা বিষণ্ণতার কারণ। **সাবাসি**—বাহবা দেই। প্রশংসা করি। **পশিতে**—প্রবেশ করতে। অবতীর্ণ হতে। **ডমরুধ্বনি শুনি কালফণী কভু কি অলসভাবে নিবাসে**—ডমরুধ্বনি শুনে, অলস ভাবে শুয়ে থাকা বিষধর সর্প যেমন জড়তা ভেঙে গর্ত ছেড়ে বাইরে ছুটে আসে, তেমনি ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহু ও রক্ষসৈন্যদলের বীরত্বের কথা শুনে যুদ্ধপ্রিয় বীরহৃদয় বিপুল উৎসাহে যুদ্ধে মেতে উঠবে। **ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রদাত্রী**—বহু বীরসন্তানের জননী ও পালনকর্ত্রী হিসাবে লঙ্কাপুরী ধন্য। **চল দেখি জুড়াই নয়নে**—ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর বীরত্বের বর্ণনা শুনে পিতা ও সম্রাট রাবণের বুক গর্বে ভরে উঠল। তাঁর বীরপুত্র বীরের মত যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে, একজন বীরের পক্ষে গৌরবের বিষয়। তিনি স্বচক্ষে বীরের এই পতনদৃশ্য দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হলেন। বীরপুত্রের বীরপিতা হিসাবে প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধেও পুত্র বীরবাহুর এরূপ বীরের সদ্‌গতি স্বচক্ষে দেখে তৃপ্তি পেতে চান। **বীর-চূড়ামণি**—বীরশ্রেষ্ঠ। **প্রাসাদ-শিখরে**—রাজপ্রাসাদের ছাদে। **দিনমণি**—সূর্য। **কনক উদয়াচলে দিনমণি যেন অংশুমালী**—রাত্রিশেষে প্রভাতে রবির উদয় হয়, তখন তাঁর অরুণ কিরণে সারা পূর্বাকাশ সোনার বর্ণে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সূর্য পূর্বাকাশে উদিত এবং পশ্চিমাকাশে অস্ত যায়। সূর্যের উদয়ক্ষেত্রকে উদয়াচল বলা হয়েছে। পূর্বাকাশের কোণে পাহাড়ের আড়াল থেকে কবি যেন তাঁর স্বর্ণবর্ণ কিরণচ্ছটা মেলে আভির্ভূত হন। তাই পূর্বাকাশ তখন সোনালী আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। একেই কবি বলছেন কনক উদয়াচল। **দিনমণি ও অংশুমালী**—দুইয়েরই অর্থ সূর্য। কিন্তু এখানে কিরণসমূহ অর্থে অংশুমালী শব্দটি 'দিনমণি'র বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। **তেজস্বী রাবণ**—উপমেয়, এবং দিনমণি উপমান। উপমেয়কে উপমান বলে উৎকট সংশয় হেতু এটি উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়েছে।

অংশুমালী। চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন-
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা পুরী!—
হেমহর্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে

Scanned with CamScanner

কমল-আলয় সর ঃ; উৎস রজঃ-ছটা,
তরুরাজী ; ফুলকুল—চক্ষুঃ-বিনোদন,
যুবতীযৌবন যথা ; হীরাচূড়াশিরঃ
দেবগৃহ ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ-রতন-পূর্ণ, এ জগতে যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,
জগত-বাসনা তুই, সুখের সদন।
দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—
অটল অচল যথা ; তাহার উপরে,
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রিদল, যথা
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীহর; তথা
জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
নক্ষত্র-মণ্ডল কিংবা আকাশ-মণ্ডলে।
থানা দিয়া পূর্ব দ্বারে, দুর্বার সংগ্রামে

কাঞ্চন-সৌধ-কিরিটিনী লঙ্কা—লঙ্কার ঐশ্বর্য ও সম্পদের তুলনা নেই। রাজপ্রাসাদশীর্ষ থেকে রাবণ তাকিয়ে দেখলেন যে, চারদিকে অজস্র প্রাসাদের সমাহার। মনে হয় যে, অতি সুন্দর ও শোভামণ্ডিত লঙ্কাপুরী যেন সুবর্ণমণ্ডিত উচ্চচূড়াযুক্ত প্রাসাদগুলিকে শিরে ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে। **হেম-হর্ম**—স্বর্ণনির্মিত অট্টালিকা। **কমল-আলয় সরঃ**—অজস্র পদ্মফুল ফুটে আছে, এমন সরোবর। **উৎস**—ফোয়ারা। **উৎস রজচ্ছটা**—রৌপোজ্বল জলধারা সমন্বিত ফোয়ারা। **চক্ষু বিনোদন**—নয়ন মনোহর। **চক্ষু বিনোদন যুবতি যৌবন যথা**—যুবতীর যৌবন দর্শন যেমন নয়নে তৃপ্তি দেয়, তেমনি বাগানে অজস্র ফুলের সমাহার দেখেও ভাল লাগে। **হীরাচূড়াশিরঃ দেবগৃহ**—হীরকখচিত চূড়াসমন্বিত দেবমন্দির। **বিপণি**—দোকান। **রে চারুলঙ্কে**— হে নয়নমনোহর লঙ্কাপুরী। **আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে, রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে**—লঙ্কাপুরীতে নানা দোকানে অজস্র মণিমুক্তার পণ্য থরে থরে সাজানো রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন নয়ন-মনোহর লঙ্কা—দেবীর পায়ে পূজার অর্ঘরূপে সেগুলি প্রদত্ত হয়েছে। **জগৎ-বাসনা তুই, সুখের সদন**—স্বর্ণলঙ্কার ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি ও সমারোহের তুলনা নেই। জগতের সব সম্পদ যেন লঙ্কাভূমিতে জড়ো করা হয়েছে। এমন পরম সম্পদশালী পুরী বিশ্বের সকল লোকের কামনার বস্তু।

রাক্ষসেশ্বর—রাক্ষসদের অধিপতি, রাবণ। **উন্নত-প্রাচীর**—উঁচু পাঁচিল। **অটল অচল তথা** স্থির পর্বতের মত। **বীরমদে মত্ত**—বীরত্বের গর্বে মত্ত। **অস্ত্রীদল**—অস্ত্রধারী সৈন্যদল। **শৃঙ্গ-ধরোপরি**—পর্বতের চূড়ায় স্থিত। **যেন শৃঙ্গধরোপরি**—অস্ত্রধারী রক্ষসৈন্যদল বীরত্বের গর্বে লঙ্কাপুরীর চতুর্দিকে বেষ্টিত সু-উচ্চ প্রাচীরের উপর ইতঃস্তত সঞ্চারমান। তা দেখে

Scanned with CamScanner

মনে হচ্ছে, যেন উঁচু পর্বতের চূড়ার উপর ভীষণদর্শন হিংস্র সিংহ অবস্থান করছে। **সিংহদ্বার**—প্রধান প্রবেশপথ। **বৈদেহী-হর**—বৈদেহী অর্থাৎ সীতাকে হরণ করেছেন যিনি, রাবণ। **রিপুবৃন্দ**—শত্রুদল। **রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা, নক্ষত্রমণ্ডল কিম্বা আকাশমণ্ডল**—সমুদ্রতীরে যেমন অগণিত বালুকারাশি এবং আকাশে যেমন অসংখ্য নক্ষত্র বিরাজ করে, তেমনি লঙ্কাপুরীর বাইরে অগণিত শত্রুসৈন্য সমবেত হয়েছে। **থানা দিয়া**—পাহারা দিয়ে। **দুর্বার সংগ্রামে**—ঘোরতর যুদ্ধে।

বসিয়াছে বীর নীল ; দক্ষিণ দুয়ারে
অঙ্গদ, করভসম নব বলে বলী ;
২৩০। কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক-
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে ঊর্ধ্ব ফণা—
ত্রিশূলসদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে!
উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি
বীরসিংহ! দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে—
হায় রে বিষণ্ণ এবে জানকী-বিহনে,
কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক! লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনু,
মিত্রবর বিভীষণ। শত প্রসরণে
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণলঙ্কাপুরী,
২৪০। গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী,—
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা! অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি
রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে।
কেহ উড়ে ; কেহ বসে ; কেহ বা বিবাদে ;
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীবে ; কেহ, গরজি উল্লাসে,
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি ; কেহ শোষে রক্তস্রোতে।

নীল—"বানরবিশেষ। কথিত আছে, নীল অগ্নির অংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইনি সুগ্রীবের সখা ছিলেন" (পৌঃ অঃ)।

অঙ্গদ—"কিস্কিন্ধ্যার বানর-রাজ বালির ঔরসে ও তারার গর্ভে এঁর জন্ম হয়। রাম বালিকে নিহত করলে পিতৃব্য সুগ্রীব রাজ্যলাভ করে অঙ্গদকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করেন। পরে বানর-সেনাদের অধিনায়ক হয়ে ইনি রামের স্বপক্ষে যুদ্ধ করতে যান এবং সম্পাতির নিকট হতে সীতার সন্ধান এনে দেন। সুগ্রীবের মৃত্যুর পর ইনি কিস্কিন্ধ্যার রাজা হন।" **অঙ্গদ করভসম নববলে বলী**—নব হস্তীশাবকের ন্যায় অতীব শক্তিমান অঙ্গদ। **কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক-ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে ঊর্ধ্বফণা-ত্রিশূলসদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে**—

Scanned with CamScanner

অথবা শীতের শেষে বিষধর সাপ যেমন খোলস ত্যাগ করে ত্রিশূলের মত চেরা জিহ্বা নিয়ে হিস্‌হিস্‌ করতে করতে গর্বভরে ঘুরে বেড়ায়, বালী অঙ্গদকে দেখেও তেমনি মনে হচ্ছে। **বীরসিংহ**—সিংহের মত বীর। **সুগ্রীব**—"কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বানররাজ। ইনি বালির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বালি ইন্দ্রপুত্র এবং সুগ্রীব সূর্যপুত্র বলে খ্যাত।...পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ বালি রাজা হন। সুগ্রীব তাঁর স্ত্রী রুমাকে নিয়ে আজ্ঞাবহ হয়ে থাকেন।...অসুর মায়াবির সঙ্গে...বালির শত্রুতা হয়। একদিন কিষ্কিন্ধ্যায় এসে তিনি বালিকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। সুগ্রীবও ভ্রাতাকে সাহায্য করার জন্য উপস্থিত হন। ভীত মায়াবী এক ভূ-বিবরে প্রবেশ করলে, বালি তাকে বধ করে ফিরে না-আসা পর্যন্ত সুগ্রীবকে বিবরদ্বার রক্ষা করতে বলে বিবর মধ্যে প্রবেশ করেন। এক বৎসরেরও অধিক অপেক্ষার পর বালি প্রত্যাবর্তন করেন না। পরে বিবরমুখে সফেন রুধির দেখে বালির মৃত্যু হয়েছে ভেবে সুগ্রীব এক বৃহৎ শিলাখণ্ডে বিবরদ্বার রুদ্ধ করে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে রাজপদ গ্রহণ করেন এবং বালির বিধবা স্ত্রী তারাকে বিবাহ করেন। এদিকে অসুরকে হত্যা করে বালি ফিরে এসে...সুগ্রীবকে রাজ্য হতে বিতাড়িত করেন এবং তার স্ত্রী রুমাকেও অধিকার করেন। বিতাড়িত হবার পর সুগ্রীব ঋষ্যমুক পর্বতে মতঙ্গ মুনির আশ্রমের কাছে আশ্রয় নেন। কারণ, মতঙ্গের অভিশাপে বালি সেই স্থানে আসতে পারতেন না। রাবণ কর্তৃক অপহৃতা সীতার অন্বেষণ করতে গিয়ে রাম-লক্ষ্মণ সেখানে উপস্থিত হলে, সুগ্রীবের সঙ্গে তাঁদের মিত্রতা হয়। বালিকে নিহত করার পরিবর্তে সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে ও উদ্ধারে রামকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হন।...রাম বালিকে বধ করেন।...সুগ্রীব নিজ স্ত্রী রুমাকে উদ্ধার এবং বালির স্ত্রী তারাকেও গ্রহণ করেন।... লঙ্কাযুদ্ধে সুগ্রীব বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন। ...সীতা উদ্ধারের পর অযোধ্যায় রামের অভিষেক কালে সুগ্রীব উপস্থিত ছিলেন। রাম সরযূতে প্রাণ বিসর্জন করার পর সুগ্রীব দেহত্যাগ করে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করেন।" (পৌঃ অঃ)।

বিভীষণ—"রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এঁর স্ত্রী সরমা ও পুত্র তরণী সেন।...ধার্মিক বিভীষণ চিরধার্মিক হবার বর পান। রাম সীতাকে উদ্ধার করার জন্য সসৈন্যে লঙ্কায় এলে বিভীষণ রামের হস্তে সীতা-প্রত্যর্পণ হিতকর এবং কেহই রামসদৃশ বীর নয়— এই উপদেশ দেওয়াতে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে এঁকে অপমানিত করলে, বিভীষণ চারজন রাক্ষসের সঙ্গে লঙ্কা হতে বহির্গত হয়ে রামের সঙ্গে যোগদান করেন এবং ক্রমাগত গুপ্ত-সন্ধান জ্ঞাপন করে রাবণকে সবংশে বিনাশ করতে রামকে সহায়তা করেন। এঁর সাহায্যে লক্ষ্মণ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে যজ্ঞশালায় হত্যা করেন। রাবণ সবংশে নিহত হলে, বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসনে বসেন ও রাবণ-পত্নী মন্দোদরীকে বিবাহ করেন।...বিভীষণের স্ত্রী সরমাও ধর্মপরায়ণা ছিলেন।" (পৌঃ অঃ)।

হনু—পবনপুত্র। অঞ্জনা এঁর মাতা। দেবতাদের বরে মহাবলশালী। সীতা অন্বেষণকালে ইনি সাগর লঙ্ঘন করে লঙ্কায় উপস্থিত হন এবং সীতাকে রামের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দেখিয়ে আশ্বস্ত করেন। লঙ্কার যুদ্ধে অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন। আকাশপথে উড়ে গন্ধমাদন উপড়ে নিয়ে আসেন ওষধি না চিনতে পেরে। সেই ওষধিতে লক্ষ্মণ পুনর্জীবন পান। হনুমান ইন্দ্রজিতবধের জন্য লক্ষ্মণকে পিঠে করে লঙ্কায় পৌঁছে দেন। তিনি সীতাকে রাবণবধের সংবাদ দেন। রামের প্রতি অচলা ভক্তিই তাঁর একমাত্র কাম্য ছিল।—" ধৈর্য্যমিশ্রিত তেজ, নীতির সঙ্গে সারল্য, সামর্থ্য, বিনয়, পৌরুষ ও বুদ্ধি—এই সকল পরস্পরবিরোধী গুণ হনুমানের চরিত্র আশ্রয় করেছিল।

হনুমান ছিলেন নিষ্কাম কর্মের জীবন্ত আদর্শ"। **প্রসরণে**—পাকে। **বেড়িয়াছে**— বেষ্টন করেছে। **কেশরিকামিনী**—সিংহী। **নয়ন-রমণী**—নয়ন মনোহর। **ভীমাসমা**—চণ্ডিকার ন্যায়। **শিবাকুল**—শৃগালসমূহ। **গৃধিনী**—শকুনজাতীয় পাখি। **পাকশাট মারি**—বিস্তৃত পক্ষ দ্বারা আঘাত করে। **খেদাইছে**—তাড়িয়ে দিচ্ছে। **সমলোভী**—একই বস্তুর উপর যাদের লোভ আছে।

পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি;
ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে!
চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী,
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি
একত্রে! শোভিছে বর্ম, চর্ম, অসি, ধনুঃ,
ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদগর, পরশু,
স্থানে স্থানে; মণিময় কিরীট, শীর্ষক,
আর বীর-আভরণ, মহাতেজস্কর।
পড়িয়াছে যন্ত্রিদল যন্ত্রদল মাঝে।
হৈমধ্বজ-দণ্ড হাতে, যম-দণ্ডাঘাতে,
পড়িয়াছে ধ্বজবহ। হায় রে, যেমতি
স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষিদলবলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
কবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে!
পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়

কুঞ্জরপুঞ্জ—হস্তিসমূহ। **ঝড়গতি ঘোড়া**—ঝড়ের মত দ্রুতগতিবেগসম্পন্ন অশ্ব। **হায়, গতিহীন এবে**—ঝড়ের গতির মত বেগবান অশ্ব নিহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছে। তাই তাদের এখন কোন গতি নেই। **নিষাদী**—মাহুত, গজারোহী সেনা। **সাদী**—অশ্বারোহী। **শূলী**—শূলধারী সৈনিক। **ভিন্দিপাল**—বর্ষাজাতীয় শস্ত্র। **তূণ**—তীর রাখার আধার। **পরশু**—কুঠার। **কিরীট**—মুকুট। **শীষ**—উষ্ণিষ। **মণিময় কিরীট শীর্ষক**—মাথার মণিখচিত পাগড়ি। **মহাতেজস্কর**—অতিশয় শক্তিশালী। **বীর-আভরণ**—বীরের পরিহিত অলঙ্কার। **হৈমধ্বজ**—স্বর্ণপতাকা দণ্ড। **ধ্বজবহ**—পতাকাবাহক। **কৃষিদলবলে**—কৃষকদের শক্তি। **স্বর্ণচূড় শস্য**—স্বর্ণবর্ণ পাকা ফসলের শির্ষক, সুপক্ক। **হায়রে যেমতি স্বর্ণচূড় শস্য ক্ষত কৃষিদলবলে পড়ে ক্ষেত্রে পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর**—কৃষকদের দ্বারা কাটা সুপক্ক ফসল ক্ষেতে পড়ে থাকে। তেমনি অসংখ্য রাক্ষসসৈন্য নিহত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। **বীরকুলরবি শূর রাঘবের শরে**—সূর্যবংশপ্রধান বীরশ্রেষ্ঠ রাঘবের বাণে নিহত হয়ে রাক্ষসসৈন্যদল সোনার বরণ পাকা ফসলের মত মাটিতে পড়ে আছে। **বীরচূড়ামণি**—বীরশ্রেষ্ঠ। **চাপি**—চেপে। **চাপি রিপুচয় বলী**—শত্রুদের চাপা দিয়ে পড়ে আছে। **পড়েছিল যথা হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড় ঘটোৎকচ**—কর্ণের একঘ্নী বাণে নিহত গরুড়ের মত মহাপরাক্রমশালী ঘটোৎকচ যেমন বহু শত্রুর দেহ চেপে মাটিতে পড়েছিল, তেমনি বীরবাহুও অনেক শত্রুকে মথিত করে ভূমিতে পড়েছিল। [কোন

Scanned with CamScanner

কোন সমালোচক 'ঘটোৎকচ আকাশচারী'—এই অর্থে 'গরুড়' বিশেষণ ব্যবহৃত বলে ব্যাখ্যা করেছেন।]

গরুড়—"ঋষি কশ্যপ ও তার স্ত্রী বিনতার পুত্র ; পক্ষীরাজ ও বিষ্ণুর বাহন।...নাগজননী বিমাতা কদ্রু এঁর মাতাকে কপট উপায়ে দাসী করে রাখেন বলে গরুড় সর্পদের প্রধানতম শত্রু। ইনি অর্ধপক্ষী ও অর্ধমানব।... এঁর পুত্রের নাম সম্পাতি। মাতা বিনতাকে কদ্রুর দাসীত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য গরুড় স্বর্গ হতে অমৃত আনয়নের জন্য গমন করেন।... রাম-লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক নাগপাশে বদ্ধ হলে, গরুড় এসে এঁদের মুক্ত করেন।" (পৌঃ অঃ)

ঘটোৎকচ—"দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের ঔরসে ও রাক্ষসী হিড়িম্বার গর্ভজাত মহাবীর রাক্ষসবিশেষ। রাক্ষসীরা গর্ভবতী হয়েই সদ্য প্রসব করে ; তাই হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচ জন্মাবার পরেই যৌবনলাভ করে সর্বপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগে দক্ষ হয়। ঘট অর্থাৎ হাতীর মাথা, উৎকচ অর্থাৎ কেশশূন্য। এর মাথা হাতীর মত কেশশূন্য ছিল বলে নামকরণ করা হয় ঘটোৎকচ। জন্মের পরে ঘটোৎকচ স্মরণ মাত্র উপস্থিত হবে বলে পাণ্ডবের কাছে বিদায় নেয়।... কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম পরাক্রমে যুদ্ধ করে অনেক শত্রু সংহার করে।... কর্ণ অর্জুন বধের জন্য রক্ষিত ইন্দ্রদত্ত বৈজয়ন্তী শক্তি নিক্ষেপ ঘটোৎকচকে বধ করেন। মৃত্যুকালে ঘটোৎকচ নিজের দেহ বিশাল ভাবে বর্ধিত করে কৌরবসৈন্যের উপর পতিত হয়ে কৌরববাহিনীর একাংশ নিষ্পেষিত করে।" (পৌঃ অঃ)।

ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,
এড়িলা একঘ্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে।
মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ,—
"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ় ; শত ধিক্ তারে!
তবু, বৎস, যে হৃদয় মুগ্ধ মোহমদে,
কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র-আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্যামী যিনি ; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী;—
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী—
তুমি হে জগৎ-পিতা, এ কি রীতি তব?
হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্রকেশরী!
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?"
এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন

Scanned with CamScanner

অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গ-নিচয়,

একঘ্নী—"অব্যর্থ মহাস্ত্র। কর্ণ ইন্দ্রকে নিজের কবচ দিয়ে অর্জুনকে বধ করার জন্য ঐ অস্ত্র ইন্দ্রের কাছ থেকে পান এবং সযত্নে রক্ষা করেন। কিন্তু ঘটোৎকচের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধে ঐ অস্ত্র তিনি ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করেন।" (পৌঃ অঃ)। **এড়িলা**—ত্যাগ করল। **একঘ্নী**—একজনকে হত্যা করতে সমর্থ, এজন্য একঘ্নী' নাম। **রক্ষিতে**—রক্ষা করতে।

বীরকুল সাধ এ শয়নে—প্রকৃত বীর যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে প্রাণভয়ে পলায়ন করেনা। শত্রুকে নিঃশেষ অথবা বিপক্ষের অস্ত্রে প্রাণদানই তার ব্রত। বীরশ্রেষ্ঠ বীরবাহু দেশের জন্য শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করেছে। প্রকৃত বীরের মতই সে দেশের জন্য, বীরের কর্তব্যপালন করে মৃত্যুবরণ করেছে। এরূপ মৃত্যু প্রত্যেক বীরের কাম্য। **রিপুদল বলে দলিয়া সমরে**—শত্রুপক্ষের শক্তিকে পর্যুদস্ত করে। **জন্মভূমি—রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে**—মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করা, প্রাণবলিদান যে-কোন দেশভক্ত মানুষের কর্তব্য। বীরবাহু সেই কর্তব্যপালন করতে গিয়েই মৃত্যুবরণ করেছে, তাই তার এই মৃত্যু পরম গৌরবের। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যায় যে, মধুসূদনের কল্পিত রাবণচরিত্র সীতাহরণকারী দয়ামায়াশূন্য নৃশংস রাক্ষস নয়, প্রাজ্ঞ, দেশপ্রেমিক, মানবিক হৃদয় বৃত্তিসম্পন্ন এক মহান চরিত্র। বানরসৈন্য নিয়ে স্বর্ণলঙ্কা আক্রমণকে তিনি রামচন্দ্রের আগ্রাসী মনোভাবের পরিচায়ক বলে মনে করেন। তাই শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে বীরবাহুর পতনে তিনি গৌরব অনুভব করেন, অন্যদিকে মানব-অনুভূতির আকর পিতৃহৃদয়ে পুত্রের বিয়োগবেদনা নিবিড়ভাবে অনুভব করেন। **যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে!**—রাবণের কণ্ঠধৃত এই উক্তিতে প্রকৃত দেশপ্রেমিকের সুর ধ্বনিত হয়েছে। রাবণ স্বর্ণলঙ্কার অধিপতি। তিনি পরম বীর। দেশের স্বাধীনতারক্ষার জন্য যুদ্ধে একজন বীরের মৃত্যুর শ্রেয় বলে তিনি জানেন। তাই রামের সঙ্গে লঙ্কাযুদ্ধে পুত্র বীরবাহুর বীরের মত মৃত্যুতে তিনি পরম গৌরব অনুভব এবং ভীরু ও পলায়নপর যোদ্ধার প্রতি ধিক্কার বাণী উচ্চারণ করেন। **মুগ্ধ মোহমদে**—মোহের ছলনায়। **যে হৃদয় মুগ্ধ মোহমদে, কোমল সে ফুলসম**—রাবণ লঙ্কার অধিপতি। বীরত্বের গৌরবে তিনি উদ্ভাসিত হন। দেশরক্ষার জন্য বীরের প্রাণদান কর্তব্য বলে তিনি জানেন। তেমনি তাঁর মানবিক হৃদয় বৃত্তিতে সমাচ্ছন্ন স্বাভাবিক স্নেহকোমল দিকটিও রয়েছে। সেই স্নেহমমতার বশে তিনি আত্মজের বিয়োগ-বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন। মমতার মেদুরতা রাবণের হৃদয়কে কুসুমের মত কোমল করে তুলেছে। তাই নিদারুণ শোকের আঘাতে তাঁর হৃদয়-মন বিপর্যস্ত। **এ বজ্র আঘাতে**—পুত্রশোক রূপ নিদারুণ বজ্রের আঘাতে রাবণের চিত্ত বিকল। **কত যে কাতর সে, তা জানেন যে জন, অন্তর্যামী যিনি**—পুত্রশোকের বেদনা বজ্রের আঘাতের মত রাবণের হৃদয়কে আমূল বিদ্ধ, রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত করেছে। কেননা, তিনিও তো স্নেহ-মমতার আধারও বটে। কিন্তু রাবণের আরো একটা সত্তাও আছে—তিনি লঙ্কার অধিপতি। স্বর্ণলঙ্কার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য তাঁকে সতর্ক ও সক্রিয় থাকতে হয়। বীরবাহু দেশের জন্য সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছে, এজন্য তিনি রাজা হিসাবে গৌরব অনুভব করেন, আবার পিতারূপে পুত্রশোকের বেদনার অভিঘাতে তিনি পীড়িত হন। এই শোকের জ্বালা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেন, কিন্তু রাজকীয় কর্তব্য পালন করতে গিয়ে ব্যক্তিগত শোকজনিত অধীরতা প্রকাশের সময় ও সুযোগ তাঁর থাকে না। তাছাড়া গভীর

Scanned with CamScanner

শোকের ক্ষতস্থানের দাহ যে কত নিবিড় ও ব্যাপক, তা অনুভববেদ্য, ভাষায় প্রকাশ করাও যায় না। অন্তর্যামী ঈশ্বরই শুধু তা জানেন। **একি রীতি তব**—রাবণের মর্মভেদী বেদনা এবং ঈশ্বরের প্রতি অনুযোগের সুতীব্র প্রকাশ। পুত্রের দুঃখে পিতার হৃদয় কাতর হয় এটাই সাধারণ রীতি। রাবণ তাঁর বীরপুত্রের শোকে একান্তভাবে কাতর হয়ে পড়েছেন। বীরবাহু বীরশ্রেষ্ঠ তাঁর পুত্র, তদুপরি রক্ষদলের সেনাপতি। তাঁর বিয়োগবেদনা পিতা ও রাজা রাবণের পক্ষে বজ্রাঘাতের তুল্য। বিশেষ করে পিতা হিসাবে পুত্রের নিধনজনিত শোক রাবণের বুকে শেলের মত বিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু বিশ্বপিতা ঈশ্বরের ক্ষেত্রে বিপরীত আচরণ দেখা যায় কেন? এ জগতের সকলেই তো বিশ্বপিতার সন্তান। অথচ তিনি পিতা হয়েও সন্তান রাবণের অপরিসীম দুঃখেও কাতর হচ্ছেন না—এটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। বিশ্বপিতার কেন এরূপ আচরণ—এটাই রাবণের জিজ্ঞাসা। বস্তুত, এই জিজ্ঞাসার সূত্রেই রাবণের অতিগভীর অন্তহীন বিপদচেতনার প্রকাশ। **বীরেন্দ্র-কেশরী**—সিংহের মত প্রবল পরাক্রমশালী। **কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে**—পুত্র বীরশ্রেষ্ঠ বীরবাহুকে হারিয়ে পিতা রাবণ কেমন করে বেঁচে থাকবেন? পিতা উত্তরাধিকারিত্বের দায়ভাগ পুত্রের হাতে অর্পণ করে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। পুত্র পিতার আরব্ধ কর্ম সমাপন করবেন—এটাই মর্ত্য জীবনের কাম্য। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে পুত্রের অকাল-বিয়োগ হলে তা পিতার পক্ষে মর্মান্তিক, বিধূর ও সহ্যের অতীত হয়ে ওঠে। বীরবাহুকে হারিয়ে রাবণ সেই অসহনীয় বেদনায় মজ্জিত হয়েছেন। তিনি বাঁচার অর্থ হারিয়ে ফেলেছেন।

আক্ষেপিয়া—আক্ষেপ করে। **রাক্ষস-ঈশ্বর**—রক্ষদের অধিপতি, রাবণ। **মকরালয়**—মকর প্রভৃতি প্রাণীর বাসস্থান অর্থাৎ সমুদ্র। **ভাসিছে জলে শিলাকূল বাঁধা দৃঢ় বাঁধে**—সমুদ্র বন্ধন করে সেতুনির্মাণ করে রামচন্দ্র বানরসৈন্যদের নিয়ে এপারে পৌঁছে স্বর্ণলঙ্কা অবরোধ করেছেন। সাগরের জলে শিলার দ্বারা এ বাঁধ দেওয়া হয়েছে খুব শক্ত ভাবে। সাগর বিশাল। মহান, আপন গতিবেগ বয়ে চলে ঢেউ তুলে। সেই সাগরের এরূপে বাঁধাপড়া রাবণের ভাল লাগে না। **শিলাকুল**—পাথরসমূহ। **তরঙ্গ নিচয়**—তরঙ্গসমূহ।

ফেনাময়, ফণাময় যথা ফণিবর,
উথলিছে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে
অপূর্ব-বন্ধন সেতু ; রাজপথ-সম
প্রশস্ত, বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃ-পথে জল যথা বরিষার কালে।
অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধুপানে চাহি,—
"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায় এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে

প্রভঞ্জনবৈরী তুমি ; প্রভঞ্জন-সম
ভীম পরাক্রমে! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে ;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য 'বাঁধে
বীতংসে ; এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
৩১০। কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলি ; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ ; জুড়াও এ জ্বালা,

ফেনাময়—ফেনিল, ফেনাযুক্ত। তরঙ্গের সঙ্গে তরঙ্গের সংঘাতে ফেনার সৃষ্টি হয়। **ফণিবর**—ফণাযুক্ত সাপ। **ফণাময় যথা ফণিবর**—বিষধর গোখরো সাপের মাথায় যেমন ফণা বিরাজ করে, তেমনি সমুদ্রের জলের ঢেউয়ের উপর ফেনা শোভা পাচ্ছে। **অপূর্ব-বন্ধন সেতু**—রামের বানরসৈন্যের হাতে উদার, উন্মুক্ত, মহান সমুদ্র বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়েছে। সমুদ্রের এরূপ বন্ধনদশা অভূতপূর্ব অর্থাৎ আগে কখনো দেখা যায়নি। **রাজপথ সম প্রশস্ত**—সমুদ্রের উপর বাঁধ দিয়ে যে সেতু নির্মিত হয়েছে, তা রাজপথের মত চওড়া। রাজপথে যেমন বহু মানুষ ও যানবাহন চলাচল করে, তেমনি সেতুটিও গড়া হয়েছে খুব চওড়া করে, যাতে অসংখ্য বানরসৈন্য চলাচল করতে পারে। **স্রোতঃপথে জল যথা বরিষার কালে**—বর্ষার জলধারা যেমন প্রবলবেগে স্রোতধারা হয়ে বয়ে চলে, তেমনি সেতুবন্ধে বাধাপ্রাপ্ত সমুদ্রের স্রোত সেতুর দুই ধার দিয়ে প্রবলভাবে বয়ে চলেছে। **বীরকুলর্ষভ**—বীরকুলে বৃষের তুল্য শক্তিমান (বীরকুল + ঋষভ)। **অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ**—রাবণ অতুল ঐশ্বর্য ও প্রতাপে ঘেরা স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর। তাঁর বীরত্ব ও শৌর্যের তুলনা নেই। স্বয়ং দেবরাজ পর্যন্ত তাঁর পরাক্রমের কাছে হার মানেন। তিনি ত্রিভুবনবিজয়ী বীর—মহামানী ব্যক্তি। সেই প্রতাপশালী রাবণ উদার, উন্মুখ, বিশাল সমুদ্রের বন্ধনদশা দেখে অভিমানে ক্ষুব্ধ হন এবং তার উদ্দেশ্যে ব্যজস্তুতিমূলক কথা বলতে থাকেন। **প্রচেতঃ**—জলাধিপতি বরুণ। **জলদলপতি**—জলরাশির অধিপতি, সমুদ্র। **এই কি সাজে তোমারে?**—সমুদ্র সীমাহীন দিগন্তবিস্তৃত, তার কোন সীমা নেই, বাধাবন্ধহীন, কূল ও তটহীন। সেই বিশাল, বিস্তৃত সমুদ্র আজ বন্ধনদশায় পড়েছে—এটা তাকে একেবারে মানায় না। এখানে শৃঙ্খলিত সমুদ্রের প্রতি অভিমানক্ষুব্ধ রাবণের বিদ্রূপবাণী। **রত্নাকর**—নানা রত্নের আকর। সমুদ্র। **প্রভঞ্জনবৈরি**—বাতাসের শত্রু। **প্রভঞ্জন-বৈরি তুমি**—গ্রীক পুরাণে সমুদ্রের অধিপতি বরুণকে পবনদেবের শত্রু বলা হয়েছে। **নিগড়**—শেকল। **শৃঙ্খলিয়া**—শৃঙ্খলিত করে। **বীতংসে**—ফাঁদে। **নীলাম্বুস্বামী**—জলদলপতি নীল সমুদ্র। **কৌস্তুভ-রতন**—বিষ্ণুর বক্ষস্থলে অবস্থিত রত্নবিশেষ। **কৌস্তুভরতন যথা মাধবের বুকে**—বিষ্ণুর বুকে স্থিত কৌস্তুভমণি যেমন অপূর্ব সৌন্দর্যময়, তেমনি নীল সমুদ্রের বুকে স্থিত লঙ্কাপুরীও অপরূপ সৌন্দর্যের আধার হয়ে আছে। **কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি**—ভগবান কৃষ্ণ কৌস্তুভরত্নকে তাঁর বুকে স্থান দিয়েছিলেন। সেই রত্ন উক্তস্থানে অপূর্ব শোভাধারণ করেছে।

Scanned with CamScanner

তেমনি নীল সমুদ্রে বুকে আশ্রিত লঙ্কাপুরী অপূর্ব শোভা ও সৌন্দর্যের আকর হয়ে আছে। সমুদ্রের কৃপাতেই তার এরূপ সৌন্দর্যের কেন্দ্রভূমি হয়ে থাকা। সেই পরম রমণীয় স্বর্ণলঙ্কায় অবরোধ সৃষ্টি করেছে শত্রুসৈন্য। সমুদ্রের উপর দিয়ে সেতু তৈরির ফলে শত্রুসৈন্যদের আসা সম্ভব হয়েছে। এভাবে সমুদ্র শত্রুসৈন্যকে সহায়তা করে লঙ্কার প্রতি তার নির্দয়তাকে প্রকাশ করেছে। **উঠ বলি**—মহাশক্তিধর সমুদ্রের প্রতি রাবণের অনুরোধ যে, সমুদ্র যেন তার জড়তা ভেঙে এরূপ বন্ধনদশা থেকে নিজেকে মুক্ত করে। **জাঙাল**—সেতু, বাঁধ। **দূর কর অপবাদ**—সমুদ্র অসীম, অনন্ত, অলঙঘনীয়—এটাই সকলে জানে। কিন্তু রামচন্দ্র তাকে বন্ধন করেছেন। এটা সমুদ্রের কলঙ্ক ও দুর্নাম বটে। সমুদ্র সেই বন্ধনদশা ছিঁড়ে ফেলে সেই দুর্নাম থেকে মুক্ত হোক্। **জুড়াও এ জ্বালা**—সমুদ্র যদি তার বন্ধনদশা থেকে মুক্ত হয়, তাহলে তার বুকে আর সেতু থাকবে না। ফলে শত্রুসৈন্য এসে লঙ্কাভূমি অবরোধ করে তার ক্ষয়ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আর তার ফলে রাবণকেও স্বজন বিয়োগের বেদনার জ্বালা সহ্য করতে হবে না।

ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।”
এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে
সভাতলে; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি; পাত্রমিত্র, সভাসদ্-আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে!
হেনকালে চারিদিকে সহসা ভাসিল
রোদন-নিনাদ মৃদু; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুরধ্বনি কিঙ্কিণীর বোল
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে,
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী।
আলুথালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন!
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতন-হীন বন সুশোভিনী
লতা! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন! বীরবাহু-শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,
যবে গ্রাসে কাল-ফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে। শোকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা; ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু; অশ্রুবারি ধারা

Scanned with CamScanner

আসার ; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব।
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে।

রিপু—শত্রু। **বারীন্দ্র**—জলদলপতি সমুদ্র। **তব পদে এ মম মিনতি**—রাবণের কাতর প্রার্থনা এই যে, সমুদ্র যেন ক্রোধে গর্জে উঠে তার বুকে গড়া সেতুটি চূর্ণ করে দিয়ে তার দুর্নাম দূর করে। তাহলে শত্রুসৈন্য এসে লঙ্কা অবরোধ করে তার ক্ষয়ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। ফলে রাবণকেও আর স্বজনবিয়োগের বেদনা সহ্য করতে হবে না। **মিনতি**—কাতর অনুনয়। **এতেক**—এ পর্যন্ত। **রাজ রাজেন্দ্র**—রাজার রাজা, মহারাজ। **কনক-আসনে**—স্বর্ণসিংহাসনে। **আহা, নীরব বিষাদে**—পুত্র বীরশ্রেষ্ঠ বীরবাহুর নিধন সংবাদে রাবণ গভীর শোকে আচ্ছন্ন। তিনি নির্বাক, নিস্তব্ধ। রাজার দুঃখে দুঃখী সভাজনও তাই বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে নিঃশব্দে বসে আছেন। **ভাসিল**—শোনা গেল। **রোদন নিনাদ**—ক্রন্দন ধ্বনি। **রোলে**—শব্দ করে। **কিঙ্কিণী**—ঘুঙুর। **রোদন-নিনাদ মৃদু** —মৃদু কান্নার রোল। **হেমাঙ্গী**—স্বর্ণ-বর্ণা। **কবরী**— খোঁপা। **হিমানীতে**—শীতে। **পদ্মপর্ণ**—পদ্মপাতা। এখানে পাপড়ি। **অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশিরপূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন**— পুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদার চোখ দুটো জলে ভরে আছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন, পদ্মের পাপড়ির উপর জল টলমল করছে। অর্থাৎ পদ্মাক্ষী চিত্রাঙ্গদার নয়ন অশ্রুতে পূর্ণ। চিত্রাঙ্গদার আয়ত চক্ষু দুটিকে মনে হচ্ছে যেন, দুটো জলে-ভরা পদ্মের পাপড়ি। **যবে গ্রাসে কাল-ফণী কুলায়ে পশিয়া শাবকে**—পাখির বাসায় এসে বিষধর সর্প পক্ষিশাবকদের খেয়ে ফেললে পক্ষিমাতা যেমন শোকে, দুঃখে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, পুত্রশোকে কাতরা ও বিহ্বলা চিত্রাঙ্গদাকে দেখেও সেরূপ বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে। **শোকের ঝড় বহিল সভাতে**—রক্ষোরাজ রাবণের সভাগৃহে আগে থেকেই শোকের আবহ গড়ে উঠেছিল—ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর নিধন-সংবাদ দেওয়ার পর থেকে। জননী চিত্রাঙ্গদার আবির্ভাবে যেন সভাস্থলে শোকের ঝড় বইতে শুরু করল। "বিলাপ-পরায়ণা চিত্রাঙ্গদা সভাস্থলে উপস্থিত হইলে সভায় যেন শোকের ঝড় বহিতে লাগিল। ঝড় আরম্ভ হইলে তাহার সহিত বিদ্যুৎ-চমক, মেঘ-গর্জন, প্রবল বায়ু প্রবাহ এবং বর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। এস্থলে চিত্রাঙ্গদার অনুচরীগণ ছিল বিদ্যুতের ন্যায় রূপসী ; তাহাদের আলুলায়িত কেশপাশ মেঘের ন্যায় ঘনকৃষ্ণ ; তাহাদের শোকজনিত দীর্ঘশ্বাস ঝটিকাপ্রবাহের ; তাহাদের অশ্রুধারা বর্ষণের ন্যায়, এবং তাহাদের হাহাকার ধ্বনি ছিল মেঘগর্জনের ন্যায়। এস্থলে ঝড়ে শোকের আরোপ করিয়া তদনন্তর ঝড়ের অঙ্গীভূত বিদ্যুৎ ইত্যাদির সহিত সুন্দরীগণের রূপ ইত্যাদির সামঞ্জস্য সাধন করায় **সাঙ্গরূপক অলঙ্কার** হইয়াছে।"

বামাবৃন্দ—নারীগণ। **আসার**—বৃষ্টি ধারা। **জীমূত-মন্দ্র**—মেঘের গর্জন। **তিতি**—ভিজে গিয়ে। **নেত্রনীরে**— চোখের জলে। **কিঙ্করী**—দাসী। **নিষ্কোষিলা**— বের করল। **ভীমরূপী**—ভীষণ দেখতে।

৩৪০। ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে
কিঙ্করী ; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর ;
ক্ষোভে, রোষে, দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীমরূপী ; পাত্রমিত্র সভাসদ্ যত,
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।

Scanned with CamScanner

কতক্ষণে মৃদুস্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে,—
"একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখি। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম; তুমি
রাজকুলেশ্বর; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?"
উত্তর করিলা, তবে দশানন বলী,—
"এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে!
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি?
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি! বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী,
দেখ, বীরশূন্য এবে; নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী!
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা।

কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে—বীরবাহুর মৃত্যুশোকে রাবণ নিজেকে সংবরণ করে রেখেছিলেন, হৃদয় প্রবল বেদনা-কাতর হলেও শোকের প্রাবল্যে তিনি উদ্বেল, অধীর হয়ে পড়েননি। তিনি নির্বাক, নিস্তব্ধ হয়েছিলেন। ফলে রাজসভায় স্থিত পাত্র-মিত্র-অমাত্যরাও রাজদুঃখে দুঃখী হলেও ছিল মূক, স্তব্ধ, গম্ভীর। কিন্তু সাথীদলসহ বীরবাহু জননী রানী চিত্রাঙ্গদা রাজসভায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে রাজসভায় যেন শোকের ঝড় বয়ে গেল। রানীর আলুথালু বেশবাস। শিথিল কবরীবন্ধন, বিপর্যস্ত, দিশাহারা অবস্থা, মৃদু কান্নার রোল—সব মিলিয়ে রাজসভায় শোকরূপ ঝড়ের এক প্রলয়ংকর রূপ দেখা দিল। সখীসহ রানীর প্রবেশের পর সমগ্র পরিবেশ পরিবর্তিত হয়ে গেল। রাণীর সীমাহীন শোককাতর বিলাপধ্বনিতে সম্পৃক্ত হয়ে রাজসভার সকলে কান্নায় ভেঙে পড়ল। **কতক্ষণে**—কিছুক্ষণ পরে। **মৃদুস্বরে**—চিত্রাঙ্গদা অতি শোকে কাতর। তাই তাঁর কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ। **একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি কৃপায়**—রাবণের বহু ভার্যা ছিল। তাঁরাও সন্তানধারণ করায় রাবণ শতপুত্রের জনক। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা ঈশ্বরের কৃপায় একটি মাত্র সন্তানের জননী। সেই সন্তানকে তিনি রত্নসমান জ্ঞান করেন। বীরবাহুই তাঁর কাছে সবে-ধন-নীলমণি। **দীন আমি হয়েছিনু তারে রক্ষাহেতু তব কাছে**—দরিদ্র ব্যক্তি কোন একটি রত্ন লাভ করলে তার নিরাপত্তার জন্য চিন্তিত হয়ে কোন ধনবানের কাছে গচ্ছিত রাখে, যাতে ধনী ব্যক্তি তাঁর অন্যান্য ধনের সঙ্গে সেটি নিরাপদে রাখতে পারে, এই ভরসায়। চিত্রাঙ্গদা তাঁর একমাত্র সন্তানকে প্রবল প্রতাপশালী লঙ্কেশ্বর রাবণের তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন সন্তানের মঙ্গলের কথা ভেবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে

Scanned with CamScanner

ঘটল বিপরীত। **কোটরে**—গর্তে। **শাবকে**—ছানাকে। বৃক্ষকোটর নিরাপদ আশ্রয়। তাই পাখি তার ছানাকে গাছের গর্তে রাখে। চিত্রাঙ্গদাও তার পুত্র বীরবাহুকে নিরাপত্তার আশায় রাবণের আশ্রয়ে রেখেছিলেন। এই রাবণ তাঁর স্বামী, সন্তানের পিতা, দেশের রাজা, ঐশ্বর্য ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। কিন্তু চিত্রাঙ্গদার আশা নিমেষে ধূলিসাৎ হয়েছে। তাঁর একমাত্র সম্বল, তাঁর সন্তান বীরবাহু, আজ রাবণের দোষে নিহত। বীরবাহুর অকালমৃত্যুর জন্য চিত্রাঙ্গদা একমাত্র রাবণকেই দায়ী করেন। তাই তাঁর বেদনাভরা কণ্ঠে তীব্র অভিযোগের বাণী উচ্চারিত হয়েছে। **দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম**—প্রজার কল্যাণ, প্রজার জীবন-ধন-সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান রাজার কর্তব্য। একমাত্র সন্তানের জননী চিত্রাঙ্গদা। বহু সন্তানলাভের সৌভাগ্যে তিনি ধনী নন। সন্তানভাগ্যে তিনি দরিদ্র—একটি মাত্র সন্তান তাঁর। তাঁকে নিরাপদে রাখার জন্য চিত্রাঙ্গদা রাজা রাবণের হাতে তাকে অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আশা পূর্ণ হয়নি। রক্ষকই ভক্ষকই হয়েছেন। রাবণ রাজধর্ম বজায় রাখেননি। বস্তুত, চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠে রাবণের প্রতি তিরস্কারের বাণী উচ্চারিত হয়েছে। **কহ কেমনে রেখেছ?**—পুত্রশোকাতুর জননীর কণ্ঠে রাবণের প্রতি তীব্র হাহাকার বাণী উচ্চারিত। চিত্রাঙ্গদা আজ যথার্থই কাঙালিনী। তাঁর একমাত্র সম্পদ আজ লুণ্ঠিত। একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বহু সম্পদের অধিকারী হন। তাই সেগুলি থেকে একটি সম্পদ লুণ্ঠিত হলে সে ব্যক্তির কোন বিরাট ক্ষতি হয় না। কিন্তু একটি রত্নের মাণিক সেটি হারালে যথার্থভাবে সর্বস্বান্ত হয় পড়ে। তখন হাহাকার ছাড়া তার আর কিছু থাকে না। চিত্রাঙ্গদা সর্বস্বরূপ একমাত্র সন্তান হারিয়ে আজ যথার্থই দীনাতিদীনা। কারণ বহু সপত্নীর মাঝে স্বামীর অকুণ্ঠ ভালবাসা তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। শুধু পুত্র বীরবাহুই ছিল তাঁর একমাত্র অবলম্বন, আশা-ভরসার স্থল। তাঁকে হারিয়ে চিত্রাঙ্গদা আজ যথার্থই সর্বহারা। এ কারণেই তাঁর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস এবং রাবণের প্রতি অনুযোগ-বাণী আকাশ-বাতাস মথিত করে তুলেছে।

কর্মী—বীর, শক্তিমান। **দশানন**—রাবণ। মধুসূদন দৃষ্টিতে, রাবণ দশ মাথা ও মুখ-ওয়ালা নৃশংস রাক্ষস নন। এখানে কবি 'দশানন' শব্দটি রাবণের অন্য একটি নাম হিসাবে ব্যবহার করেছেন। **গ্রহদোষী**—গ্রহের বিপাকে, বিরূপতায়। **গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দ**—গ্রহের বিরূপতায় যে ব্যক্তি দুর্বিপাকে পড়ে, তাকে নিন্দা বা সমালোচনা করে কি লাভ? আত্মপক্ষ সমর্থনে রাবণের এই উক্তি। ভাগ্যদোষেই রাবণের এই বিপত্তি—লঙ্কাযুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি, স্বজন হারানো, প্রভৃতি। রাবণ নিজের অন্যায় কাজ সম্পর্কে সচেতন নন। সীতাহরণের কারণেই যে রামচন্দ্রের সসৈন্য লঙ্কা অবরোধ, তুমুল যুদ্ধ, এবং তার ফলেই যে এই নিদারুণ বিপর্যয় ঘটে চলেছে, এটা রাবণ ভাবেন না। **বিধিবশে**—দৈবের কারণে। **সহি এ যাতনা আমি**—লঙ্কাযুদ্ধে যে গুরুতর বিপর্যয় ঘটছে, পুত্রশোকে তাঁকেও কাতর হতে হচ্ছে, এটা নিতান্ত দৈবদুর্বিপাকের ফল। নিজের অন্যায় এবং ন্যায়-নীতির থেকে দৃষ্টি-ফেরানো রাবণ ভাগ্যের দোহাই দিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে চান। **কনকপুরী**—স্বর্ণলঙ্কা। **বীরপুত্রধাত্রী**—বীরসন্তানের জননী ও পালয়িত্রী। **নিদাঘে**—গ্রীষ্মে। **বরজে**—পানক্ষেতে। পান গাছের চারা রোপণ করে তার চারধার ঘিরে ওপরটা ছাউনি দিয়ে দিতে হয় পাটকাঠি দিয়ে। পান চাষের সেই ঢাকা ঘরকে বলে বরজ। **বারুই**—পান চাষী, বারুজীবী। **সজারু**—সারাদেহ কাঁটায় ঢাকা একপ্রকার প্রাণী। **বরজে সজারু পশি**—পান একপ্রকার লতাগুল্ম। অতি কোমল এর লতা। সজারু পানের বরজে আহারের সন্ধানে ঢুকে এর মধ্যে ছোটাছুটি করলে পান-

Scanned with CamScanner

লতা ছিঁড়েছুঁড়ে যায়। তেমনি রামচন্দ্র বানরসৈন্যদের নিয়ে আকস্মিকভাবে লঙ্কা অবরোধ করে যে ধুন্ধুমার যুদ্ধ করে চলেছে, তাতে লঙ্কাপুরী ছারখার হতে বসেছে।

মজাইছে লঙ্কা মোর! আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে!
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমুলশিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল-সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।"
নীরবিলা রক্ষোনাথ, শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্বনন্দিনী,
কাঁদিলা,—বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে।
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি,—
"এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে; বীরমাতা তুমি;
বীরকর্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিত অশ্রুনীরে?"
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী
চিত্রাঙ্গদা,—"দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।

জলধি—সমুদ্র। **আপনি জলধি পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে**—সমুদ্র অলঙ্ঘনীয়। দূর ভূখণ্ড থেকে আসা রামচন্দ্র ও বানরসৈন্যের সাধ্য ছিল না, সেই সাগর পার হয়ে এসে লঙ্কা অবরোধ করা। কিন্তু রামচন্দ্রের আরাধনায় তুষ্ট হয়ে সমুদ্র নিজেই রামচন্দ্রের বন্ধনদশা স্বীকার করে নিয়েছে। ফলে সাগরের বুকে সেতুবন্ধন করে শত্রু রাম ও তাঁর বানরসৈন্যদের পক্ষে লঙ্কা আক্রমণ করা সম্ভব হয়েছে।

সেতুবন্ধ—"লঙ্কাগমনের জন্য রাম কর্তৃক সমুদ্রের উপর নির্মিত সেতু। রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে গেলে, সীতা উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের পরামর্শে রাম সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করে লঙ্কায় গমন করেন। সুগ্রীব বিশ্বকর্মার পুত্র নলের উপর এই সেতু নির্মাণের ভার দেন।... সেতু শত যোজন দীর্ঘ ও দশ যোজন বিস্তৃত হয়েছিল। যেখান হতে এই সেতু

Scanned with CamScanner

আরম্ভ হয়, তা সেতুবন্ধ রামেশ্বর নামে খ্যাত।" পৌঃ অঃ)। **শতপুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে দিবানিশি**—মধুসূদনের রাবণ মানবিক হৃদয়বৃত্তিসম্পন্ন এক উন্নত চরিত্র। তিনি লঙ্কার অধিপতি। অতুল ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা তাঁর করায়ত্ত। তাঁর হৃদয় নিরেট পাথরে গড়া নয়। তাই শতপুত্রের বিয়োগজনিত ব্যথা তাকে পর্যুদস্ত ও পীড়িত করে। তিনি বাইরের দিকে সংযত, সংহত থাকলেও পুত্রশোকের বেদনা তাঁর হৃদয়কে উন্মথিত করে তুলেছে। একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে চিত্রাঙ্গদা শোকে বিপর্যস্ত ও বেপথুমানা হয়ে পড়েছেন। রাবণের শোক তো তার থেকে শতগুণ বেশি। এই উক্তিতে রাবণের হৃদয়ের স্নেহবাৎসল্য স্বতঃই উৎসারিত হয়েছে। **শিমুলশিম্বী**—শিমুলের ফল, যার মধ্যে তুলো থাকে। প্রচণ্ড বেগে বয়ে যাওয়া বাতাসের চাপে শিমূল ফল ফেটে গেলে তার ভেতরকার তুলো বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি পবনরূপী রামচন্দ্রের আঘাতে রাক্ষস-সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্রে বিনষ্ট ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে। **বিধি প্রসারিছে বাহু বিনাশিতে লঙ্কা মম**—লঙ্কাযুদ্ধ ও তাতে বিপর্যয়ের জন্য তার কোন দোষ নেই, বিধাতা তার প্রতি বিরূপ বলে এমনটি ঘটছে—চিত্রাঙ্গদাকে রাবণ এটাই বোঝাতে চান।

নীরবিলা—নীরব হলেন। **রক্ষোনাথ**—রাক্ষসদের রাজা, রাবণ। **অধোমুখে**—আনত মুখে। **চিত্রাঙ্গদা**—রাবণের অন্যতম পত্নী এবং বীরবাহুর জননী।

দাশরথি অরি—রামচন্দ্রের শত্রু রাবণ। **দেশবৈরী**—দেশের শত্রু। **নাশি**—বধ করে। **গেছে চলি স্বর্গপুরে**—লঙ্কার অধীশ্বর রাবণের দেশপ্রেমের প্রকাশ এ উক্তিতে। তিনি চিত্রাঙ্গদাকে সান্ত্বনা দেন যে, দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করে প্রাণদান দেশের সুসন্তানের কাজ। বীরবাহু দেশের জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু সেজন্য শোক না-করে গৌরববোধ করা উচিত। **বীরমাতা**—চিত্রাঙ্গদা বীরপুত্রের জননী। দেশের মর্যাদা রক্ষার জন্য যে পুত্র বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে, সেই বীরপুত্রের জন্য তার জননীর তো গর্ব বোধ করা উচিত। দেশসেবা করা দেশভক্ত সন্তানের পবিত্র কর্ম। আর পুণ্যবান ব্যক্তিই স্বর্গে যায়। বীরবাহুরও তাই মৃত্যুর পর স্বর্গপ্রাপ্তি হয়েছে। **প্রসূন**—পুষ্প (এখানে সন্তান)। **প্রসূ**—জননী। **ইন্দুনিভাননে**—চন্দ্রমুখী। **তিত**—সিক্ত হও। **অশ্রুনীরে**—নয়নজলে।

৩৯০। কিন্তু ভেবে দেখ নাথ, কোথা লঙ্কা তব;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা এসেছে এ দেশে
রাঘব? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে; ইহার চৌদিকে
রজত-প্রাচীর সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি

Scanned with CamScanner